Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুরজাহান

রোলঃ 227022253

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুরজাহান
রোলঃ 227022253

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুরজাহান, আইডিঃ 227022253 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

নুরজাহান

আইডিঃ 227022253

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা 1

দুনিয়ার প্রতি লোভ 1

হিংসা 3

রাগ 5

গীবত 8

অহংকার 10

রিয়া 12

আত্মতুষ্টিতে ভোগা 15

মিথ্যা 16

চোগলখুরি 18

চোখের খিয়ানত ও কুদৃষ্টি 19

জবানের খিয়ানত 20

অপবাদ 21

কৃপণতা 23

সময়ের অপব্যবহার 25

উপসংহার 27

ভুমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের রব,আলহামদুলিল্লাহ। অসংখ্য,অগণিত,দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক,আমাদের হৃদয়ের আলো,কলিজার টুকরা,হৃদয়ের প্রবল আকাংখিত মহামানব,আমাদের প্রিয় রাসুল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। আরো সালাম ও শান্তি বর্ষণ হোক প্রিয় রাসুলের,আল্লাহর প্রিয় হাবিরের সাথীগণ,সাহাবাগণ রাদ্বীআল্লাহু তাআলা আজমাঈন।আল্লাহ তাআলা সকল নবী,রাসুল,সিদ্দিকগণ,শহীদগণ,নেককার,
আল্লাহ ওয়ালা দের কে জান্নাতের উচু মাকাম দান করুন এবং আখিরাতে উনাদের মর্যাদা বুলন্দ করে দিন।সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামত থাক;সকল মুমিন,মুসলমান নর-নারীকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দিন,মাগফিরাতের চাদরে আবৃত করে রাখুন,আমিন।

মানুষের শরীরের রোগ দুই প্রকার-১)শারিরীক রোগ,২)আত্মিক রোগ।
শারীরিক রোগ হলে ডাক্তারের কাছে ছুটে যেতে হয়,এলাজ করাতে হয়,দাওয়াই গ্রহণ করতে হয়।
অন্যদিকে আত্মার রোগের ক্ষেত্রে ও আত্মার চিকিৎসা করাতে,আর এটার জরুরত শারীরিক চিকিৎসা থেকে কোনো অংশে কম নয়।

আইওএম এর আলিম কোর্স এর থিসিস এর আওতায়,এই মোবারক মেহনতে হাত দেওয়া।আত্মার রোগ সমুহের ব্যাখ্যা,পরিচিতি,চিকিৎসা,মেহনত নিয়ে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই থিসিস এর মধ্যে আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ।যাতে করে আত্মার রোগ-ব্যধি থেকে বেচে থাকার উপায় উপকরণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা যায়।
আল্লাহ তায়ালা কাজে,কর্মে,থিসিসে বারাকাহ দান করুন এবং প্রত্যেক কে আত্মার ব্যাধি থেকে হেফাজত করুন,আমীন।

দুনিয়ার প্রতি লোভ

وَمَا هٰذِهِ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَاۤ اِلَّا لَهۡوٌ وَّلَعِبٌ‌ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الۡاٰخِرَةَ لَهِىَ الۡحَيَوَانُ‌ۘ لَوۡ كَانُوۡا يَعۡلَمُوۡنَ ۝

এই পার্থিব জীবন খেলাধুলা ছাড়া কিছুই নয়। বস্তত আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত!

—আল আনকাবুত - ৬৪

দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা ও কাফিরদের জন্য জান্নাতস্বরুপ।দুনিয়াতে চলার রাস্তা কাটাযুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে,যাতে পরীক্ষার স্তর অতিক্রম করা যায়।যত অনাচার ই রয়েছে এই ধরায়,সব কিছুর মুলে ই হলো এই দুনিয়ার প্রতি মহব্বত।দুনিয়ার প্রতি মহব্বত মানুষ কে দ্বিগবিদিকশুন্য বানিয়ে দেয়।

একবার কারো অন্তরে যদি দুনিয়ার প্রতি মহব্বত ঢুকে যায়,তাহলে সেটা দিল থেকে বের হতে চায় না।দুনিয়াটা তার সামনে চাকচিক্যময় হয়ে যায়।দুনিয়ার মহব্বত এতটাই দিলে গেথে যায় যে,তার মনে শুধু গাড়ি,বাড়ি,আসবাব পত্র,সামানা তৈরির চিন্তা ই জাগতে থাকে।আমাদের পুর্বসুরী গণ দুনিয়া কে খুব ভয় পেতেন।দুনিয়ার ধোকা,মায়াকে এক পাশে সরিয়ে উনারা আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য অর্জনে লিপ্ত থাকতেন।

আল্লাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর পাতার বিছানায় ঘুমাতেন এবং চামড়ার বালিশে শুইতেন।আল্লাহ তায়ালা উনার সামনে দুনিয়ার দৌলত ও আখিরাত উপস্থিত করে,যেকোনো একটি বাছাই করতে বললেন,উনি আখিরাত কেই বাছাই করলেন।সাহাবী রাদ্বিআল্লাহু আজমাইনগণ ও দুনিয়াকে তোয়াক্কা করতেন না,ভালো পোশাক পরতেন না,ভালো খাবার গ্রহণ করতেন না,যাতে দুনিয়ার প্রতি উনাদের অন্তর সম্পর্কযুক্ত না হয়ে যায়।

দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা,আল্লাহ তায়ালার প্রতি স্মরণে বাধা তৈরি করে।সব সময় সম্পদ অন্বেষণ এ মন কে আবদ্ধ করে রাখে।আমলের বিঘ্নতা সৃষ্টি করে,ত্রুটি সৃষ্টি করে।আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে গাফেল করে ফেলে।দুনিয়াদার দের শেষ আবাসস্থল ই হলো দুনিয়া।তারা ভুলে যায় যে,এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে একদিন তাদের চলে যেতে হবে।

দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা কমানোর উপায় হলো বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা,মৃত ব্যক্তিদের কথা মনে করা,তারা কবরে কেমন আছে, একসময় তারা ও দুনিয়ায় ছিল,দুনিয়া অন্বেষণ এ ব্যস্ত ছিল,কিন্তু এখন এক লহমায় কবরের জগতে আছে। সদা সর্বদা জান্নাতের কথা ও জাহান্নামের সুকঠিন আজাবের ভয়ও দুনিয়ার প্রতি মন কে গাফেল করে দেয়।আমলে নিজেকে ব্যস্ত রাখা,আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকার মাধ্যমে ও দুনিয়ার প্রিত আকর্ষণ কাটানো সম্ভব। ধনীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা ও গরিবদের সঙ্গ গ্রহণ করা।অল্পে তুষ্ট থাকা ও গরীবি হালতে নিজেকে অভ্যস্ত করা।

জান্নাতের নিয়ামতসমুহের কথা স্মরণ করা।দুনিয়াবি ত্যাগের বিনিময়ে জান্নাতের প্রতিদানের কথা স্মরণ করা।

যে জিনিসের প্রতি ভালোবাসা জন্মে যায়,সেটাকে পরিত্যাগ করা।কোনো জিনিসের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া মানেই দুনিয়াপ্রীতির লক্ষণ,যেই জিনিসের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে,সেটা ছাড়িয়ে ফেলা বা বিক্রি করে দেওয়া।আয়-রোজগারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গন্ডি অবলম্বন করা,যেটুক এ সংসার,প্রয়োজন সুন্দর মত পুরা হয়ে যায়,সেটুক ই উপার্জন করা।কারণ দুনিয়াতে যত সম্পদ উপার্জন,তত ভয়,তত চিন্তা,তত উদ্বেগ।

মাঝে মাঝে কবরস্থানে গমন এবং কবরবাসীদের বর্তমান অবস্থা অবলোকন করা,যে তারাও এক সময় সম্পদশালী আর সম্পদের পিছনে ছুটেছিল।

পরিশেষে আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত গ্রহণের মাধ্যমে ও দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ কমানো যায়,ক্ষণিকের মোহ কাটিয়ে উঠা যায়।

হিংসা

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ اِخۡوَۃٌ ٪ ۙ

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মুসলিম ভাই-ভাই।

—আল হুজুরাত - ১০

মুমিন মুসলমান গণ পরস্পর এক আত্মা,ভাই-ভাই।আর হিংসা এমন এক রোগ যেটি সেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে হালকা করে দেয়।

অন্যের সুখ,সমৃদ্ধি,উন্নতি,অগ্রগতি,সাফল্য দেখে নিজে জ্বলে-পুড়ে মরা,বিদ্বেষের অনলে জ্বলতে থাকার নাম ই হলো হিংসা।এটি জঘন্য হারাম কাজ।

হিংসুক ব্যক্তি হিংসাকৃত ব্যক্তির উপর অহেতুক হিংসা করেই যায়,অথচ এতে করে তার নিজের ও লাভ হয়না আবার যার সাথে হিংসা করা হয়,তার ও ক্ষতি হয়না।

অপরদিকে হিংসার মাধ্যমে ব্যক্তির নিজের গোনাহ ই নষ্ট হয়,আর অপরদিকে হিংসা কৃত ব্যক্তির আমলনামায় সওয়াব টা চলে যায়।

শয়তান আদম আলাইহিস সালাম এর প্রতি হিংসার কারণেই বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।তার আদম আলাইহিস সালাম এর প্রতি আল্লাহর প্রেরিত নিয়ামত সহ্য হচ্ছিল না যে কেন,উনি মাটির তৈরি মানুষ হয়ে এত নিয়ামত ভোগ করবেন।
হিংসা ব্যক্তির অন্তর কে অনবরত অস্থিরতার মধ্যে রাখে,অশান্তির দোলাচলে আবদ্ধ করে রাখে।এতে করে সে প্রতিটা ক্ষণ এ কষ্টে ভুগে।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"আগুন যেমন কাঠ কে পুড়িয়ে দেয়,ঠিক তেমনি হিংসাও নেক আমল কে নষ্ট করে দেয়।"
হিংসা মনের শান্তি নষ্ট করে দেয়,অন্ত
রের অস্থিরতা ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি করে দেয়।হিংসা-বিদ্বেষ মুলত আল্লাহ তায়ালার সাথে মোকাবিলা করার শামিল,যে আল্লাহ তায়ালা তাকে এই নিয়ামত দিলেন,অথচ আমাকে সেটা দিলেন না,সে এই নিয়ামত পাওয়ার যোগ্য ই না,কত গর্হিত চিন্তা হিংসার কারণে তৈরি হয়।সমাজে অশান্তির মুলে রয়েছে হিংসা।ব্যবসা,বাণিজ্য, ইসলামিক দল,প্রত্যেক জায়গায়,প্রত্যেক সেক্টরেই হিংসার প্রকোপ রয়েছে।এতে করে দেখা যায়,একটা হালাল অথবা নেক কাজ শুরু হলেই,সেখানে হিংসার বিস্তার শুরু হয়ে যায়।এতে করে একটা নেক কাজের কবুলিয়াত ও নষ্ট হয়ে যায়।হিংসার কারণে বউ-শাশুড়ি,ননদ-জা এর মধ্যে ঝগড়া ঝামেলা লেগেই থাকে।হিংসা যেমন ব্যক্তিজীবন,পারিবারিক জীবনে ও ক্ষতিগ্রস্থ করে,ঠিক তেমনি সামাজিক জীবনে ও একাকী বানিয়ে দেয়।
হিংসা মুমিনদের কাজ নয়,সৎকর্মশীলরা হিংসা করতে পারেনা।হিংসা মুনাফিকদের ধর্ম।তারা বাহ্যিকভাবে মুখে বদান্যতা দেখালেও মনে মনে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، - يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ " . أَوْ قَالَ " الْعُشْبَ. " َ

উছমান ইবনে সালিহ (রাহঃ) ..... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম (ﷺ) বলেছেনঃ তোমরা হিংসা পরিহার কর। কেননা, হিংসা ভাল কাজকে সেরূপ খেয়ে ফেলে, যেরূপ আগুন কাঠকে খায় (অর্থাৎ জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়।)

—সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৮২৩

হাদীসের বর্ননাকারী: হযরত আবু হুরায়রা রাযি. (মৃত্যু ৫৭/৫৮/৫৯ হিজরী)

হিংসার থেকে বাচার উপায় হলো,হিংসাকৃত ব্যক্তির জন্য দুয়া করো,তার কল্যাণকামী হওয়া। তার নাম ধরে ধরে উন্নতি সাধনের জন্য দুয়া করা,তার যে নিয়ামত দেখে হিংসা জাগবে,সেটা বাড়িয়ে দেওয়ার দোয়া করা।
তার জন্য নিয়মিত হাদিয়া-তোহফা পাঠানো।খাবার-দাবার হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করা,এতে করে আন্তরিকতার সম্পর্ক তৈরি হয়।নিজের বাড়িতে দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বপুর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।এইসব এর আমল করলে মন থেকে হিংসা দুরিভুত হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ।

রাগ

রাগ-ক্রোধ খুব ই ক্ষতিকর আত্মিক রোগ।রাগ মানুষকে হিতাহিতজ্ঞানশুন্য করে ফেলে,সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে হঠকারি করে ফেলে।একটা প্রবাদ বাক্য ই আছে, 'রাগে বুদ্ধি ভাগে'।
রাগ হলো মানবীয় স্বভাব।ফিতরাতগত ভাবেই মানুষের অবচেতন মনে এটি তৈরি হয়ে যায়।কারো ক্ষেত্রে রাগ বেশি হয়,আবার কারো ক্ষেত্রে কম।রাগ নিয়ন্ত্রণ কারীকে আল্লাহ তায়ালা অনেক সম্মানিত করেছেন দুনিয়া ও আখিরাতে।রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও রাগ-ক্রোধ সংবরণের নির্দেশ দান করেছেন।নিজেকে পরীশিলীত করতে হলে রাগ নিয়ন্ত্রণ এর বিকল্প নেই।
রাগ এর কারণে এমন কিছু হয়ে যেতে পারে,যেটা কিনা কাম্য নয়।মা-বাবার সাথে সন্তানের রাগ,অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার রাগ খুব বেশি ক্ষতিকর হয়ে থাকে।শয়তান তো অপেক্ষা করেই থাকে,কখন রাগ বাড়ানোর মাধ্যমে স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে ফাটল ধরানো যায়।
আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে মাজীদে রাগ সংবরণ এর ফজিলত নিয়ে ইরশাদ করেছেন,

الَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالۡكٰظِمِيۡنَ الۡغَيۡظَ وَالۡعَافِيۡنَ عَنِ النَّاسِ‌ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الۡمُحۡسِنِيۡنَ‌ۚ

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর জন্য অর্থ) ব্যয় করে এবং যারা নিজের ক্রোধ হজম করতে ও মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আল্লাহ এরূপ পুণ্যবানদেরকে ভালোবাসেন।

—আলে ইমরান - ১৩৪

রাগের মুহূর্তে মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা ফিকির করার মতন অবস্থা থাকেনা।যার ধরুন,ধ্বংসাত্মক কার্যাবলি ও তার দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়,সেই জন্য ক্রোধের সময় জবান সংযত রাখা খুব ই জরুরি।শুধু রাগ প্রকাশের কারণে,মুহূর্তেই কারো জীবন প্রদীপ থেমে যায়,জীবনে চলা থমকে যায়।দাঙ্গা-হাঙ্গামা সহ নানাবিদ ফাসাদ সমাজে দেখা গিয়ে থাকে।তাই জ্ঞানীগণ রাগের সময় সিদ্ধান্ত নিতে অথবা বিচারকার্য পরিচালনা করতে নিষেধ করেন।

হাদীসে ও রাগ নিয়ন্ত্রণ এর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে,

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ـ هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ ـ عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي. قَالَ " لاَ تَغْضَبْ ". فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ " لاَ تَغْضَبْ ".

ইয়াহয়া ইবনে ইউসুফ (রাহঃ) .... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী (ﷺ) এর নিকট বললঃ আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেনঃ তুমি রাগ করো না। লোকটা কয়েকবার তা বলল, নবী (ﷺ) প্রত্যেকবারই বললেনঃ রাগ করো না।

—সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬৮৬

প্রকৃত বীর পাহলোয়ান তো সেই,যে,রাগের সময় নিজেকে শান্ত রাখে,যেমন-রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে বলেছেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ".

আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রাহঃ) .... আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই প্রকৃত বাহাদুর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম।

—সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬৮৪

রাগ নিয়ন্ত্রণ করার ফজিলত অনেক। রাগ বশে আনার অনেক কৌশল রয়েছে।তন্মধ্যে একটা হলো,যার উপর রাগ,তাকে সামনে থেকে দূর করে দেওয়া,অথবা নিজে সরে যাওয়া।প্রচন্ড রাগের সময় 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ করা।দাঁড়িয়ে থাকলে তৎক্ষনাৎ বসে পরা।তড়িৎ অজু করে নেওয়া,যেটা রাগ প্রশমন করতে ভুমিকা অনেক।

এ সম্পর্কে হাদীসে ও এসেছে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَنَا " إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ. " ْ

আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহঃ) ..... আবু যর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের বলেনঃ যদি তোমদের কেউ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রাগান্বিত হয়, তবে সে যেন বসে পড়ে। যদি এতে রাগ চলে যায়, তবে ভাল; নয়তো সে শুয়ে পড়বে।

—সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭০৭

শয়তান রাগ তৈরি করে,আর শয়তান আগুনের তৈরি।একমাত্র পানির সাহায্যই আগুন নিভে।তাই রাগ উঠলে অজু করে নেওয়া কর্তব্য।
রাগ নিয়ন্ত্রণ করার আরেকটা উপায় হলো,যে ব্যক্তির উপর রাগ উঠে,তার সামনে মনে মনে আয়াতুল কুরসি পাঠ করে নেওয়া,এতে করে মনের উৎসারিত রাগের পারদ নেমে যাবে ইনশা আল্লাহ।
আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রত্যেক কে রাগ নিয়ন্ত্রণ করে চলার তাওফিক দান করুন,আমিন।

গীবত

وَعَن أبي سعيدٍ وجابرٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ» - وَفِي رِوَايَةٍ: «فَيَتُوبُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يغفرَها لَهُ صَاحبه«

হযরত আবু সাঈদ ও জাবের (রাঃ) — তাঁহারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলিয়াছেনঃ গীবত ব্যভিচার হইতেও জঘন্য। সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ । গীবত কিভাবে ব্যভিচার হইতে জঘন্য ? তিনি বলিলেনঃ কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করে, অতঃপর তওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার তওবা কবুল করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর সে তওবা করে, ফলে আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করেন না, যে পর্যন্ত না যাহার গীবত করা হইয়াছে সে ক্ষমা করিয়া দেয়। হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে, নবী (ﷺ) বলিয়াছেনঃ যিনাকারী তওবা করে, কিন্তু গীবতকারীর তওবা নাই। —বায়হাকী

—মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং
৪৮৭৪-৪৮৭৫

গীবত হলো অন্তর বিধবংসকারী একটা গুনাহ।গীবত-পরনিন্দা হলো অন্যের অগোচরে কটু কথা বলা,সমালোচনা করা,বিভিন্ন খুত নিয়ে গবেষণা করা।

আল্লাহ তায়ালা সুরা হুজরাতে বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

হে মুমিনগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কোন কোন অনুমান গুনাহ। তোমরা কারও গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না এবং তোমাদের একে অন্যের গীবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

—আল হুজুরাত - **১২**

গীবত কারী যখন গীবত করে,তখন তার মন অন্ধকারে ছেয়ে যায়,আধারের একটা আস্তরণ পরে যায়।গীবত আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির অন্যতম একটা কারণ,এই জন্য ই তো আল্লাহ তায়ালা গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য বলেছেন।
গীবত কে যিনার চাইতে ও মারাত্মক গুনাহ হিসেবে অভিহিত করা হয়।
গীবত করার মাধ্যমে সমাজে ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়,সবার কাছে ছোট -হেয় হতে হয়।গীবত চোগলখুরীর জন্ম দেয়।
গীবতের কারণে চেহারার নুর নষ্ট হয়ে যায়,তার চেহারা ও মনে কালিমা পরে যায়।
গীবতের কারণে দ্বীন-দুনিয়া উভয় জাহান ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে একটা হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ تَعْنِي قَصِيرَةً . فَقَالَ " لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ " . قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ " مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا. "

মুসাদ্দাদ (রাহঃ) .... আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী করীম (ﷺ)কে বলি আপনার জন্য তো যথেষ্ট যে, সাফিয়্যার মধ্যে তো এই-এই দোষ আছে। রাবী মুসাদ্দাদ (রাহঃ)-এর বর্ণনায় আছেঃ তিনি খর্বাকায় ছিলেন। তখন নবী (ﷺ) বলেনঃ (হে আয়িশা), তুমি এমন কথা বললে, যদি তা সমুদ্রের অথৈ পানিতে নিক্ষেপ করা হয়, তবে তাতে সমুদ্রের পানির রং বদলে যাবে! তখন আয়িশা (রাযিঃ) বলেনঃ আমি একজন থেকে শুনে এরূপ বলেছি। নবী (ﷺ) বলেনঃ কোন ব্যক্তির কথা বর্ণনা করা আমার কাছে আদৌ পছন্দনীয় নয়, যদিও এর বিনিময়ে এত-এত অর্থ দেয়া হয়। (অর্থাৎ গীবত বা পরনিন্দা করা মোটেও উচিত নয়।)

—সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৯৯

গীবত কারীকে আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করেন না,যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে,সে ক্ষমা না করে,কেননা এটা বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত।
গীবতের অন্যতম একটা চিকিৎসা হলো যার গীবত করা হয়,তার জন্য অনবরত আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

যে মজলিসে গীবত করা হয়,সেই মজলিস পরিত্যাগ করা।যদি অন্য লোকেরা কষ্ট ও পায়,তা ও ত্যাগ করা।কারণ মানুষের সন্তুষ্টির চাইতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির প্রাধান্য বেশি।

রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতের কাফফারা হিসেবে বলেছেন,

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ «. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي» الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ وَقَالَ: فِي هَذَا الْإِسْنَاد ضعف

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলিয়াছেনঃ গীবতের কাফ্ফারা হইল যাহার গীবত তুমি করিয়াছ তাহার জন্য তুমি মাগফিরাত কামনা করা। এইভাবে বলিবে হে আল্লাহ্! আমাদিগকে এবং তাহাকে ক্ষমা কর।

—মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ৪৮৭৭

গীবতের আরেকটা চিকিৎসা হলো,যার গীবত করা হয়েছে,তার কাছে গিয়ে সরাসরি গীবতের ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া ও মাফ চাওয়া।এতে করে দেখা যাবে,গীবত করার অভ্যাস ও আস্তে আস্তে দুরীভুত হয়ে যাবে।

অহংকার

অহংকার পতনের মুল।এটি খুব মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি।বলা হয়ে থাকে অহংকার সকল রোগের জননী।
ধন-সম্পদ,যশ-খ্যাতি,পড়া-লেখা,বংশ -মর্যাদা,আমল-ইবাদত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে মনে অহংকার তৈরি হয়।

অহংকারীদের নিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمۡشِ فِی الۡاَرۡضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخۡتَالٍ فَخُوۡرٍ
এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দর্পিত অহংকারীকে পসন্দ করেন না।
—লুকমান - ১৮

অহংকারী ব্যক্তি সবাইকে হেয় নজরে দেখে ও নিজেকে বড় মনে করে।তার মাঝে বিনয়ের অভাব দেখা দেয়।
অহংকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না,কেননা অহংকার আল্লাহ তায়ালার চাঁদর। হাদিসে এসেছে,যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে,যে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।অহংকার মানুষ কে নিচে নামিয়ে দেয়,ব্যক্তিত্ব কে শংকাগ্রস্থ করে ফেলে।
সবার সামনে সম্মানিত হওয়ার স্থলে অসম্মানের পাত্র বানিয়ে দেয়,লাঞ্ছনাদায়ক জীবন উপহার দেয়।

রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ " . قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً . قَالَ " إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاس. " ِ

মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না, মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার ও ইবরাহীম ইবনে দীনার (রাহঃ) .... আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এও কি অহংকার? রাসুল বললেনঃ আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। অহমিকা হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।

—সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৭

অহংকারী ব্যক্তি কে বাহ্যিক ভাবে সবাই খুব সম্মান দেখালে মনে মনে ঘৃণা করে।অহংকারী কারো কথা কখনো কানে নিতে চায় না।কেউ নসীহত করলে সেটা উড়িয়ে দেয়।কেউ কোনো পরামর্শ দিলে ও সেটা অগ্রাহ্য করে।

অহংকারী ব্যক্তি ভুলে যায়,তাকে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে,সেটা আল্লাহ প্রদত্ত।সেটা সে নিজের গুণে পায়নি,কিন্তু অহংকারী ব্যক্তি সেটা মানতে চায় না।সে ভুলে যায়,তাকে যে এক

ফোটা নাপাক পানি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে,তাহলে সে কীসের জন্য জমিনে দম্ভ অহংকার করে বেড়ায়।
এই পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রথম অহংকারী হলো ইবলিশ।আল্লাহ তায়ালা যখন আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করে, সব ফিরিশতাগণ কে যখন আদম কে সিজদা করার কথা বললেন,তখন ইবলিশ ছাড়া সবাই সিজদা করেছিলেন।সে মাটি আর আগুনের তফাৎ এনে,অহংকারের বশবর্তী হয়ে আল্লাহ তায়ালার আদেশ অমান্য করে বসে।যুগে যুগে যারাই সম্পদ-ঐশর্য্য নিয়ে অহংকার করেছে,তারাই ধবংসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।কুরআনে জায়গায় জায়গায় ফেরাউন,কারুন,হামান,আদ জাতি,সামুদ জাতির ধবংস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অহংকার থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় হলো,আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত-অনুগ্রহ নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা।যে নিয়ামত দ্বারাই বেষ্টন করে রাখেন না কেন,তা যেকোনো সময় ছিনিয়ে নিতে পারেন,সেটা মাথায় রাখা।নিয়ামত আল্লাহ তায়ালা দিবেন,আবার আল্লাহ চাইলে নিয়ে ও নিতে পারেন।আর পরকালে অহংকারীর শাস্তি নিয়ে ফিকির করা।সদা সম্ভব বিনয় অবলম্বন করা,বিনয় মানুষের মস্তক অবনত করে রাখে,অহংকার কে পানিতে তলিয়ে দেয়।
আর আগে আগে সালাম বিনিময় করা,এটা ও অহংকারের অন্যতম একটা চিকিৎসা। সালাম প্রদানের ফলে মনে নম্রতা,বিনয়-তাওয়াজু জাগ্রত হয় যার ফলে মনের অহংকার আস্তে আস্তে দুরীভুত হয়ে যায়।

রিয়া

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: «من صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ» رَوَاهُمَا أَحْمد

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়িল সে শিরক করিল। যে দেখানোর নিয়তে রোযা রাখিল সে শিরক করিল; আর যে দেখানোর জন্য সদকা-খয়রাত করিল সেও শিরক করিল।

—মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ৫৩৩১

রিয়া হলো লোক দেখানো আমল।অর্থাৎ মানুষ কে দেখানোর উদ্দেশ্যে কোনো নেক আমল করা।আল্লাহ তায়ালার কাছে রিয়াকারীর কোনো আমল কবুল হয়না।রিয়ার আমল হলো এমন যে,কষ্ট করে আমল করলো,অথচ এর কোনো প্রতিদান পেল না।রিয়ার ব্যাপারটা তাই এমন যে,নেক কাজ করে প্রতিফল পাওয়ার বদৌলতে উলটো আখিরাতে আযাব ভোগ করবে।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও রিয়া,অর্থাৎ ছোট শিরক অথবা গোপন শিরকের ব্যাপারে ভয় পেতেন।যেমন উল্লেখিত হাদিসে ইরশাদ করেছেন,

وَعَن مَحْمُود بن لبيد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ» قالول: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» : يَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ يُجَازِي الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً وَخَيْرًا؟

হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলিয়াছেনঃ আমি তোমাদের জন্য যেই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করিতেছি তাহা হইল ছোট শিরক। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। ছোট শিরক কি? তিনি বলিলেনঃ রিয়া। —আহমদ। আর বায়হাকী শোআবুল ঈমানে অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন বান্দাদের আমলের প্রতিদানের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকদিগকে বলিবেনঃ যাও তোমরা সেই সমস্ত লোকদের নিকটে; যাহাদিগকে দেখাইয়া দুনিয়াতে আমল করিয়াছিলে এবং দেখ তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রতিদান বা কোন কল্যাণ পাও কি না ?

—মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ৫৩৩৪

এক ব্যক্তি দুইবার হজ্ব করে ও,তার দুই টা হজ্বের সওয়াব একটা কথার ধরুন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।একবার তার বাড়িতে মেহমান আসায় সে তার কর্মচারীকে একটা কথা বলেছিল যে,মেহমান কে দ্বিতীয় হজ্ব থেকে আনা কলসি থেকে পানি ঢেলে দাও।

রিয়া হলো মুনাফিকদের ধর্ম।তারা মুসলিম দের ধোকা দেওয়ার জন্য, মুসলিমদের মাঝে ঢুকে ক্ষতি করার জন্য লোক দেখানো আমল করে বেড়াত।যেমন, কুরআনে আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তায়ালা তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَہُوَ خَادِعُہُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوۃِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ

এ মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজী করে, অথচ আল্লাহই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।

—আন নিসা - ১৪২

অনেকে কারো সামনে পরে গেলে রিয়ার ধারণা করে আমল ছেড়ে দেয়।এটা অনুচিত।কারণ মানুষের সামনে আমল ছেড়ে দেওয়া টা ও রিয়া।প্রকাশ্য আমলের ও যেমন প্রতিদান রয়েছে,ঠিক তেমনি গোপন আমলের ও প্রতিদান রয়েছে।কোনো আমল শুরু হলে সেটা অভ্যাসগত ভাবে চালিয়ে যাওয়া উচিত,তাহলে এক সময় অভ্যাস এ পরিণত হওয়ার কারণে রিয়ার আশংকা থাকবেনা।আর অনেক সময় শয়তান ইবাদতের সময় রিয়ার ওসওয়াসা ও তৈরি করে দেয়,যেটা একদম ই পাত্তা দেওয়া উচিত না।কেননা শয়তান রিয়ার ওসওয়াসার মাধ্যমে আমলকে নষ্ট করার পায়তারা করে।
আর আমল এর ক্ষেত্রে রিয়া তখন ই হবে, যখন সেটার বিনিময়ে দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্য থাকবে,যেমন-সম্মানিত হওয়া অথবা আর্থিক ভাবে উপকৃত হওয়ার চিন্তা থাকবে।

রিয়ার চিকিৎসা হিসেবে ইখলাস অর্জন খুব ই জরুরি।ইখলাস হলো আমলের প্রাণ।ইখলাস ছাড়া আমল শুন্য এর ন্যায়।
ইবাদতের সময় আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব- মহত্বের চিন্তা-ফিকির করা,ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তায়ালা র জন্যই করা,আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই করা।মনে মনে এই চিন্তা করা যে,মানুষের সামনে লোক দেখানো ইবাদত করে,মনে দুনিয়াবি চাহাত এনে কোনো প্রতিদান তো মিলবেই না,উলটো গুনাহের পাল্লা ভারি হবে। অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করলে দুনিয়া ও আখিরাতে এর উত্তম প্রতিদান মিলবে।

রিয়া অর্থাৎ ছোট শিরক থেকে বেচে থাকার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, অনেক চমৎকার একটা দুয়া শিখিয়ে দিয়েছেন,

শিরক থেকে বাঁচার জন্যে প্রতিদিন এই দু‘আ তিনবার পড়বে

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি জ্ঞাতসারে আপনার সাথে কাউকে শরিক করা থেকে । আর আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ সকল বিষয়ে, যা আমি জানি না।

(আল-আদাবুল মুফরাদ,হাদিস নাম্বারঃ ৭২১)

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ ، يَقُولُ : " انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَلِ الشِّرْكُ إِلا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ ، أَلا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ؟ قَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَعْلَمُ

মাকিল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, আমি আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) এর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম। তিনি বলেনঃ হে আবু বকর! নিশ্চয় শিরক পিপীলিকার পদচারণা থেকেও সন্তর্পণে তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। আবু বকর (রাঃ) বলেন, কারো আল্লাহর সাথে অপর কিছুকে ইলাহরূপে গণ্য করা ছাড়াও কি শিরক আছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শিরক পিপীলিকার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম। আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিবো না, তুমি যা বললে শিরকের অল্প ও বেশী সবই দূর হয়ে যাবে? তিনি বলেনঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ! আমি সজ্ঞানে তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই"। (আল-আদাবুল মুফরাদ,হাদিস নাম্বারঃ ৭২১)

আত্মতুষ্টিতে ভোগা

আত্মতুষ্টিতে ভোগা অর্থ হলো নিজের আমল নিয়ে নিজে মনে মনে আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগা। এটার দ্বারা অন্যকে হেয় করা হয়না,তবে নিজের অন্তরে এই চিন্তা চলে আসে যে,শুধু আমি ই এই আমল টি করতে পারলাম,অন্য কেউ পারেনি।

কোনো নেক কাজ করার পর নিজ গুণে করেছে,এটা মনে করা।অথচ আল্লাহ তায়ালা তাওফিক না দিলে কারো কোনো নেক আমল করা সম্ভব পর হয়না।

রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মতুষ্টির অপকারিতা নিয়ে বলেছেন,

وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بِحَسب امريءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَان«

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলিয়াছেনঃ কোন ব্যক্তি মন্দ হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, দ্বীনদারী বা দুনিয়াবী উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে তাহার প্রতি অঙ্গুলী দ্বারা ইংগিত করা হয়। তবে সে-ই ইহার আওতায় পড়িবে না যাহাকে আল্লাহ্ হেফাযত করিয়াছেন।

—মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ৫৩২৬

আত্মতুষ্টির চিকিৎসা হলো সদা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা।আল্লাহ তায়ালা ইবাদত করার যে নিয়ামত দান করেছেন,তা যেকোনো সময় কেড়ে ও নিতে পারেন,সেটা মাথায় রাখা।
আল্লাহ তায়ালা র সন্তুষ্টি ই মুল,মানুষের কাছে নিজে বড় হওয়ার কোনো সার্থকতা নেই।

মিথ্যা

মিথ্যা সকল পাপের মুল।একটা মিথ্যা হাজারটা পাপের সৃষ্টি করে।
মিথ্যা মানুষকে আল্লাহবিমুখ করে ফেলে,
মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।
সত্যবাদিতা মহৎ গুণ।আর মিথ্যা হলো সত্যবাদিতার বিপরীত।একটা মিথ্যার ফলে সমাজে নানান সমস্যা তৈরি হয়।কারো কারো ক্ষেত্রে একটা মিথ্যার জন্য জীবন টাই ব্যর্থ হয়ে যায়,ধ্বংসের চোরাবালিতে আটকে যায়।

মিথ্যাবাদীদের প্রতিফল সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤۡمِنٌ ٭ۖ مِّنۡ اٰلِ فِرۡعَوۡنَ یَکۡتُمُ اِیۡمَانَہٗۤ اَتَقۡتُلُوۡنَ رَجُلًا اَنۡ یَّقُوۡلَ رَبِّیَ اللّٰہُ وَقَدۡ جَآءَکُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ مِنۡ رَّبِّکُمۡ ؕ وَاِنۡ یَّکُ کَاذِبًا فَعَلَیۡہِ کَذِبُہٗ ۚ وَاِنۡ یَّکُ صَادِقًا یُّصِبۡکُمۡ بَعۡضُ الَّذِیۡ یَعِدُکُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَہۡدِیۡ مَنۡ ہُوَ مُسۡرِفٌ کَذَّابٌ ۝

ফির‘আউনের খান্দানের এক মুমিন ব্যক্তি, যে এ পর্যন্ত নিজ ঈমানের কথা গোপন রেখেছিল, বলে উঠল, তোমরা কি একজন লোককে কেবল এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ? অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে এসেছে। সে মিথ্যাবাদী হলে তো তার মিথ্যাবাদীতার জন্য সেই দায়ী হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছে, তার কিছু তো

তোমাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে। আল্লাহ কোন সীমালংঘনকারী, মিথ্যুককে হেদায়াত দান করেন না।

—আল মু'মিন - ২৮

মিথ্যা মানুষকে হেদায়েতের পথ থেকে দুরে সরিয়ে রাখে।হেদায়েতের লক্ষণ ই হল সত্যবাদিতা।হেদায়েতের নুর কখনো মিথ্যার মধ্যে দিয়ে আসতে পারেনা।
মিথ্যা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। মুনাফিকরা মুখে এক বলে,আর অন্তরে আরেক লালন করে।তারা মিথ্যার মাধ্যমে মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়।
মিথ্যাবাদীর মিথ্যার ফলে তার অন্তরে অশান্তি সৃষ্টি হয়।ফলে তার মনের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করে ও কোনো কাজের মধ্যে শান্তি লাভ করতে পারে না।

মিথ্যা বলার দ্বারা মিথ্যাবাদী আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়।আল্লাহ তায়ালার হেদায়েত তার নসীব হয় না।

মিথ্যার নিকৃষ্টতা নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ هَارُونَ الْغَسَّانِيِّ حَدَّثَكُمْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلاً مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ " . قَالَ يَحْيَى فَأَقَرَّ بِهِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ فَقَالَ نَعَمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ. َ
ইয়াহয়া ইবনে মুসা (রাহঃ) .... ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ কোন বান্দা যখন মিথ্যা বলে তখন তার এই কর্মের দুর্গন্ধের কারণে রহমতের ফেরেশতা তার থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়।

—জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৭২

মিথ্যা একমাত্র সত্য দ্বারাই দুরীভুত হয়।সত্যবাদিতা মহৎ গুণ।আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমাত্র সততা ও সত্যবাদিতার কারণেই সবার কাছে আল আমিন(বিশ্বাসী) উপাধিতে ভুষিত হয়েছিলেন।
মিথ্যাবাদীকে কাযযাব বলা হয়।সদা সর্বদা সত্য কথা বলা ও আল্লাহ তায়ালা কে ভয় করার দ্বারা মিথ্যা রোগ থেকে বেচে থাকা সম্ভব।

চোগলখুরি

চোগলখুরি হলো এক জনের কথা আরেকজনের কাছে লাগানো।একজনের দোষ,গুণ,কোনো গোপন বিষয়,আরেকজনের কাছে প্রকাশ করা।চোগলখুরি খুব ই জঘন্য কাজ।চোগলখুরির কারণে একটা সম্পর্কে ফাটল ধরে যায়।
আল্লাহ তায়ালা চোগলখুরির সম্পর্কে বলেছেন,

وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيۡنٍ ۙ

এবং অত্যধিক কসমকারী হীন ব্যক্তির কথায়ও চলো না,

—আল ক্বলম - **১০**

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيۡمٍ ۙ

যে নিন্দা করতে অভ্যস্ত, চুগলি করে বেড়ায়,

—আল ক্বলম - **১১**

চোগলখোর ব্যক্তি শুধু চোগলখুরির কারণে
সকলের কাছে অসম্মানিত হয়।সে তো বুঝতে পারেনা,যে তার রহস্য সকলের কাছে উন্মোচিত হয়ে গেছে।যে আজ একজনের কাছে বদনাম বলে,আবার অন্য জনের কাছে তার বদনাম বলে,এভাবে প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকের সম্পর্কে বাজে ধারণা সৃষ্টি করে দেয়।
চোগলখোর ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কাছে ও অভিশপ্ত, আবার আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ও অভিশপ্ত।এই জন্য ই বলা হয়েছে,চোগলখোর ব্যক্তি কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ "

আবু নুআঈম (রাহঃ) .... হুযাইফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি যে, চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

—সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬৩০

চোগলখুরি থেকে বাচার উপায় হলো,কথা কম বলা,অন্যের কাছে কথা লাগানোর ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা।যার চোগলখুরি করা হয়েছে,তার কাছে মাফ চাওয়া। তার জন্য দুয়া করা।জবানের হেফাজত করার মাধ্যমে ও চুপ থাকার আমলের মাধ্যমে চোগল খুরি র অভ্যাস থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব।

চোখের খিয়ানত ও কুদৃষ্টি

চোখ আল্লাহ তায়ালার অনন্য এক নিয়ামত।বলা যায়,আল্লাহ তায়ালার দেওয়া আমানত।আর বান্দা হিসেবে এই আমানতের খিয়ানত না করা ও হেফাজত করা হলো কর্তব্য।
কুদৃষ্টি হলো চোখ দিয়ে হারাম কোনো জিনিস অবলোকন করা ও মনে খারাপ চিন্তা জাগ্রত করা।
গোনাহের সুচনা মুলত দেখা দিয়ে হয়।শয়তান মানুষের রগে রগে বিস্তার করে আছে। সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে,কখন বান্দা কে গোনাহ এ প্ররোচিত করবে।সুন্দরী বেপর্দা নারীরা হলো শয়তানের তীরের ন্যায়।আস্তে আস্তে চোখের কুদৃষ্টির মাধ্যমে অন্তরে নফস কে শাহাওয়াতের প্ররোচনা দেয়।এতে করে আরো কঠিন গোনাহের দিকে বান্দা ঝুকে পরে।তাই গোনাহ থেকে বাচতে দৃষ্টি হেফাজতের কোনো বিকল্প নেই।

কিয়ামতের দিন চোখ আল্লাহ তায়ালার কাছে গোনাহের সাক্ষ্য দিবে।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই (তাকে সত্য মনে করে) তার পিছনে পড়ো না। জেনে রেখ, কান, চোখ ও অন্তর এর প্রতিটি সম্পর্কে (তোমাদেরকে) জিজ্ঞেস করা হবে।

—বনী-ইসরাঈল - ৩৬

নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত হতে সতর্ক থাকা উচিত।কোনো নিষিদ্ধ জায়গায় ভুলবশত দৃষ্টি পরে গেলে সেখান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া টা কাম্য।নবীজি (সা.) আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে আলী! দৃষ্টিকে দৃষ্টির অনুগামী কোরো না (অযাচিত দৃষ্টির পরে ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি দিয়ো না); কেননা প্রথমটি তোমার জন্য বৈধ হলেও দ্বিতীয়টি অবৈধ। (তিরমিজি, হাদিস : ২৭৭৭)

হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃষ্টি হেফাজতের বিনিময় হিসেবে বলেছেন, 'দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টির হেফাজত করবে, তৎপরিবর্তে আল্লাহ তাকে এমন ঈমান দান করবেন, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।' (তাবরানি, হাদিস : ১০৩৬২)

আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে চোখ দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতরাজি দেখার জন্য ও শোকরিয়া আদায় করার জন্য। কিন্তু অনেকে শয়তানের ধোকায় পরে নিয়ামতের অবজ্ঞা করে বসে।
আমাদের আত্মিক উন্নতির জন্য নজর হেফাজত খুব ই জরুরি।
কুনজরের কারণে অন্তরে কলুষতা সৃষ্টি হয়।অন্তরে কালো আস্তরণ পরে যায়।
কুদৃষ্টির দুনিয়াবি শাস্তি হিসেবে মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়,ইবাদতের মজা ও স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।কলবের নুর ধবংস হয়ে যায়।
আল্লাহ তায়ালার প্রিয়পাত্র হতে হলে দৃষ্টির হেফাজত খুব ই জরুরি।চোখের হেফাজতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করা যায় ও অন্তরে নুর পয়দা হয়।

কুদৃষ্টির ন্যায় গর্হিত গুনাহ থেকে বাচতে সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হলো তাকওয়া অর্জন ও আল্লাহ ওয়ালাদের সাহচর্য লাভ।সদা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার ভয় অন্তরে প্রোথিত করার মাধ্যমে ও জবান জিকির দ্বারা সিক্ত রাখার মাধ্যমে কুদৃষ্টি ও চক্ষুর খিয়ানতের মত মারাত্মক গুনাহ থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

জবানের খিয়ানত

জবানের খিয়ানত এর মধ্যে অনেক গুলো রোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।যেমন-গীবত,চোগলখুরি,মিথ্যা,গালি দেওয়া,অভিসম্পাত করা প্রভৃতি।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবানের হেফাজত নিয়ে বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ ."
মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর মুকাদ্দামী (রাহঃ) .... সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু

(জিহ্বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান) এর হিফাযত করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।

—সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৩০

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বেশিরভাগ গুনাহ ই জবান দ্বারা হয়।আমাদের অজান্তেই অনেক সময় জবানের খিয়ানত হয়।অনেকের তো জবাবের ভুল-ত্রুটির কারণে ইমান পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায়,ঈমানি দুর্বলতায় ভোগে।
অনেকে আছে চোগলখুরি,গীবতের রোগে অভ্যস্ত।এতে করে প্রতিনিয়ত ই নাফরফানিতে লিপ্ত হয়।কিছু কিছু মানুষের গালিগালাজ এমন পর্যায়ের হয়ে যায়,যে লাগামছাড়া অবস্থা হয়ে যায়,যেটা দ্বীন দুনিয়া উভয়টার জন্যই ক্ষতিকর।

জবান আল্লাহ তায়ালার এক অমুল্য নিয়ামত। নিয়ামত থাকতেই নিয়ামতের কদরদারি করা উচিত।অনেক সময় জবান দিয়ে মন্দ ও অশ্লীল বাক্যব্যয় হয়ে যায়,যা সুস্পষ্ট জবানের খিয়ানত।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

> يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوۡلُوۡا قَوۡلًا سَدِيۡدًا ۙ
>
> হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল।
>
> —আল আহ্যাব - ৭০

আল্লাহ তায়ালার প্রিয়পাত্র হতে হলে সর্বদা জবানের হেফাজত জরুরি।
জবানের হেফাজতের অন্যতম উপায় হলো তাকওয়া অর্জন।আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার মাধ্যমে সকল প্রকার মৌখিক গুনাহ থেকে বেচে থাকা সম্ভব।
সদা-সর্বদা আল্লাহ তায়ালার জিকিরে লিপ্ত থাকা।দুরুদ-ইস্তেগফার এর উপর আমল জারী রাখা,এতে করে দেখা যাবে জবান দ্বারা অহেতুক গুনাহ নিয়ন্ত্রণ এ চলে আসবে ইনশা আল্লাহ।

অপবাদ

অপবাদ খুব ই মারাত্মক জঘন্য অপরাধ।অপবাদ হলো কারো উপর না জেনে,মিথ্যা তোহমত দেওয়া।যেটা সে করেইনি,সেটা বলে ফেলা।অপবাদের ফলে ব্যক্তির জীবন ব্যপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায়।অপবাদ দেওয়ার ফলে মানুষ সামাজিক ও আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

অপবাদ দেওয়ার মাধ্যমে নির্দোষ ব্যক্তির চরিত্রে ও কালিমা লেপিত হয়ে যায়।ফলে সে সমাজের চোখে খুব ছোট হয়ে যায়।
মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর যেমন দুনিয়া তে ও শাস্তি রয়েছে,ঠিক তেমনি আখিরাতে ও মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।অপবাদকারীর সাক্ষ্য দুনিয়াতে কবুল করা হয়না।

কুরআনে অপবাদ সম্পর্কে এসেছে,

1. মিথ্যা অভিযোগ সম্পর্কে সতর্কবাণী
আল্লাহ বলেন:
"যারা সচ্চরিত্র নারীদের অপবাদ দেয় এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের ৮০ বেত্রাঘাত কর এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না। তারা সত্যিই পাপী।"
— (সুরা আন-নুর: ২৪:৪)

2. অপবাদের শাস্তি
মিথ্যা অভিযোগকারীর শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে:
"মিথ্যা অপবাদ দিয়ে যারা বিশুদ্ধ চরিত্রের ঈমানদার নারী-পুরুষদের কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"
— (সুরা আহযাব: ৩৩:৫৮)

অপবাদের কারণে নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।সতী সাধবী নারীর উপর অপবাদের কালিমা লেপন করার কারণে সে সামাজিকভাবে বয়কট হয়ে যায়।এমন ও আছে যে,নিরপরাধ ব্যক্তিকে ও যেকোনো বিষয় এ অপবাদ দেওয়া হয়,অথচ সে সেটা করেই নি।

মানুষের ব্যাপারে অহেতুক ধারণার মাধ্যমে অপবাদের সুচনা হয়।অপবাদ দেওয়ার মাধ্যমে বান্দার হক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়,তার কাছে মাফ না চাওয়া হলে অপবাদের গুনাহ মাফ হয় না।
অপবাদ মিথ্যার জন্ম দেয়।অর্থাৎ যাকে অপবাদ দেওয়া হয়,তার উপর তো মিথ্যা রটিয়ে ই অপবাদ দেওয়া হয়।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

1. মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে বাঁচো। কারণ মিথ্যা ফাসেকি (পাপাচার) এর দিকে নিয়ে যায়, আর ফাসেকি জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।"
— (সহিহ মুসলিম: ২৬০৭)

2. অন্যের সম্মানহানি করা হারাম
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"এক মুসলিমের ওপর অন্য মুসলিমের রক্ত, সম্পদ এবং ইজ্জত হারাম।"
— (সহিহ বুখারি: ৬৪৮৪; সহিহ মুসলিম: ২৫৬৪)

3. নির্দোষ ব্যক্তির ওপর মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে জাহান্নামের মধ্যে রাখবেন।"
— (সহিহ বুখারি: ২৪৪৭)

জবান নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে অপবাদের গুনাহ থেকে বেচে থাকা সম্ভব।অহেতুক কথা বলার অভ্যাস পরিহার করা।মিথ্যার চর্চা বন্ধ করা।কারো সম্পর্কে অতিরিক্ত চিন্তা করা,ঘাটাঘাটি করা বন্ধ করা।যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে,আল্লাহ তায়ালার কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ও অধিক ধারণা থেকে বেচে থাকতে উপদেশ দিয়েছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اجۡتَنِبُوۡا كَثِيۡرًا مِّنَ الظَّنِّ ۡ اِنَّ بَعۡضَ الظَّنِّ اِثۡمٌ
হে মুমিনগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কোন কোন অনুমান গুনাহ।

—আল হুজুরাত - **১২**

কৃপণতা

কৃপণতা একটি সামাজিক ব্যাধি।কৃপণতা দানশীলতার বিপরীত।প্রয়োজন মাফিক খরচ না করে সম্পদের লোভে সম্পদ জমা করা হলো কৃপণতা।
কৃপণতা সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ بَخِيلٌ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيب. ٌ

আহমাদ ইবনে মানী’ (রাহঃ) .... আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সূত্রে নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, প্রতারণাকারী, কৃপণ এবং দান করে খোটা প্রদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

—জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৬৩

ধন-সম্পদ আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নিয়ামত।আল্লাহ তায়ালা যা দিয়েছেন,তা নিয়ে ই খুশি মনে শুকরিয়া আদায় করা উচিত।আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের শুকরিয়া হিসেবে যখন যা প্রয়োজন হয়,সে অনুযায়ী ব্যয় করা উচিত।কৃপণতা করে সম্পদ জমিয়ে রাখা অনুচিত।

কৃপণতা হলো মুনাফিকদের আলামত।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

اَلۡمُنٰفِقُوۡنَ وَالۡمُنٰفِقٰتُ بَعۡضُہُمۡ مِّنۡۢ بَعۡضٍ ۘ یَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمُنۡکَرِ وَیَنۡہَوۡنَ عَنِ الۡمَعۡرُوۡفِ وَیَقۡبِضُوۡنَ اَیۡدِیَہُمۡ ؕ نَسُوا اللّٰہَ فَنَسِیَہُمۡ ؕ اِنَّ الۡمُنٰفِقِیۡنَ ہُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ ﴿۶۷﴾

মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী সকলেই একে অন্যের মত। তারা মন্দ কাজের আদেশ করে ও ভালো কাজে বাধা দেয় এবং তারা নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকগণ ঘোর অবাধ্য।

—আত তাওবাহ্ - ৬৭

বখিলী বা কৃপণতার কারণে অনেক সময় সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হয়।স্বামী স্ত্রী-সন্তানদের হক পরিপুর্ণ আদায় করে না।অর্থ থাকা সত্ত্বেও মা-বাবার ও হক আদায়ে গাফিলতি করে।

কৃপণতা থেকে বাচার উপায় হলো,সর্বদা আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা,সম্পদের হক যথাযথ আদায় করা।

অনেকেই আছে,কৃপণতার স্বভাবের কারণে ফরজ-নফল ইবাদত গুলো তে গাফিলতি করে।যেমন -হজ,যাকাত,নফল দান-সাদাকা থেকে বিরত থাকে।

যার দরুন,কৃপণতার ফলে আল্লাহ তায়ালার নারাজি তে পরে।কৃপণতার পরিণতি দুনিয়াতে ও ভয়াবহ হয়,আবার আখিরাতে ও রয়েছে এর জন্য ভয়াবহ শাস্তি।আল্লাহ তায়ালা সকলকে কৃপণতার গোনাহ থেকে হেফাজত করুন।

সময়ের অপব্যবহার

সময় অমুল্য সম্পদ।সময় হাতে থাকতে সময়ের কদর করা উচিত।মানুষ ধন সম্পদের অপচয়ের মত সময়ের ও অপচয় করে।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সময়ের গুরুত্ব নিয়ে বলেছেন,

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ـ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ـ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ." ُ
قَالَ عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রাহঃ) .... ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ দুটি নিআমত এমন আছে, যে দু'টোতে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হল, সুস্থতা আর অবসর।

—সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৭০

মানুষের স্বভাব ই এইটা যে,নিয়ামত থাকতে নিয়ামতের কদরদারি করে না,হেলায় ফেলায় নিজের সময় কে বিনষ্ট করে।আর সময় অতিক্রম করে ফেললে সেই হারানো সময় কে নিয়ে আফসোস করে।
সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না।সময় তার আপন গতিতে প্রবাহিত হয়ে যায়।তবে মানুষের উচিত সময় কে ফলপ্রসু কাজে ব্যয় করা।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সময়ের কদরদারি নিয়ে বলেছেন,

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مُرْسلا

হযরত আমর ইবনে মায়মুন আওদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) জনৈক ব্যক্তিকে নসীহতস্বরূপ বলিলেনঃ পাঁচটি জিনিস আসিবার পূর্বে পাঁচটি কাজ করাকে বিরাট সম্পদ মনে করিও। (১) তোমার বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে। (২) রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্বাস্থ্যকে। (৩)

দরিদ্রতার পূর্বে অভাবমুক্ত থাকাকে। (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে। এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে।

—মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ৫১৭৪

আল্লাহ তায়ালা ও কোরআনে সময় কে সঠিক কাজে ব্যয় করার উপদেশ দিয়েছেন,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

সুতরাং তুমি যখন অবসর পাও, তখন (ইবাদতে) নিজেকে পরিশ্রান্ত কর এবং নিজ প্রতিপালকের প্রতিই মনোযোগী হও।

—আল ইনশিরাহ - ৭,৮

বর্তমান সময়ে মানুষ সবচেয়ে বেশি সময় নষ্ট করে ডিভাইস ইউজ এ।অহেতুক ফেসবুক,ইউটিউব,গুগল স্ক্রলিং করে।এগুলোর উপকারিতার চাইতে অপকারিতাই বরং বেশি।ইন্টারনেট থেকে ফায়দা হাসিলের চাইতে কোনো একজন উস্তাদের সান্নিধ্যে ফায়দা হাসিল করা বেশি কার্যকর।

আবার অনেকে আছে অহেতুক আড্ডাবাজি করে,সুযোগ অবসর পেলেই বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে গল্পের আসর নিয়ে মেতে উঠে। অথচ সে তো জানেওনা,আদৌ সেই মজলিস শেষ করে সে বেচে থাকবে কি না!!!

সময়ের অপব্যবহার হ্রাস করতে কোরআন তাদাব্বুরে লিপ্ত হওয়া চাই।সদা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও জিকির আযকারের মাধ্যমে ও সময়ের অপচয় রোধ করা যায়,অহেতুক চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সময়ের সদ্ববহার করে আখিরাতের সামানা জোগাড় করার তাওফিক দিন।

উপসংহার

আত্মার ব্যাধি ও তার চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্য ই হলো,এই রোগ গুলো থেকে বেচে থাকার জন্য সচেষ্ট থাকা ও সব সময় মোজাহাদায় লিপ্ত থাকা।

আত্মার ব্যাধিসমুহের সঠিক ও নিয়মমাফিক চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো কোনো আল্লাহওয়ালার সান্নিধ্যে সময় কাটানো ও তার মুরিদ হয়ে যাওয়া এবং তার দেখানো পন্থায় চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া।

আত্মিক রোগ মুক্তির জন্য ইসলামিক বই পুস্তক ও যেমন পড়া জরুরি,একই সাথে মুত্তাকি ব্যক্তিবর্গের সোহবত ও জরুরি।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য যেমন শারীরিক চিকিৎসা জরুরি,ঠিক তেমনি আত্মার রোগের জন্য ও আত্মিক চিকিৎসা জরুরি।

এই ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

নবীজি (সা.) বলেছেন, 'শুনে রেখো, নিশ্চয়ই শরীরে এমন একটি গোশতের টুকরা আছে, যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটা শরীরই সুস্থ থাকে। আর যখন তা রোগাক্রান্ত থাকে, তখন গোটা শরীরই অসুস্থ থাকে। শুনে রেখো, সেই গোশতের টুকরা হলো কলব তথা আত্মা।' (বুখারি শরিফ)

তাহলে বুঝা গেল,আত্মার রোগের চিকিৎসা শারীরিক রোগের চিকিৎসার চাইতে বেশি জরুরি।আত্মার যেকোনো একটি রোগের জন্য মানুষ জাহান্নামের টিকিট পেয়ে যেতে পারে।আবার একটা আত্মিক রোগ আরেকটা রোগের জন্ম দেয়।তাই যথাসম্ভব আত্মিক রোগ থেকে বেচে থাকা টা জরুরি।

আত্মার রোগের চিকিৎসার গুরুত্বের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন,

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَکّٰىہَا ۪ۙ

সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে।

—আশ শামস - ৯

আত্মার রোগের চিকিৎসা যে কত জরুরি,আর সঠিক চিকিৎসা না করালে আখিরাতে কি ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখিন হতে হবে, তা নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায়।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, নবীজি (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে, সে হবে একজন শহীদ (ধর্মযুদ্ধে প্রাণদানকারী)। তাকে আল্লাহ তায়ালার দরবারে আনা হবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাকে (প্রথমে দুনিয়াতে প্রদত্ত) নেয়ামতগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন; আর সেও তা (নেয়ামতপ্রাপ্তির কথা) স্বীকার করবে।

তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'তুমি এসব নেয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়ায় কী আমল করেছ? জবাবে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য (কাফিরদের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করোনি; বরং তুমি এজন্য লড়াই করেছ যে তোমাকে বীর বলা হবে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে (ফেরেশতাদের) আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। এরপর এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে নিজে দ্বীনি ইলম শিখেছে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে আর সে কোরআন শরিফও পড়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাকেও দুনিয়ার নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্মরণ করবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য তুমি কী আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি এবং অন্যকেও তা শিখিয়েছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কোরআন মাজীদ পড়েছি। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এজন্য ইলম শিখেছ, যাতে তোমাকে আলেম বলা হয় আর এজন্য কোরআন পড়েছ, যাতে তোমাকে কারী বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। এরপর এমন ব্যক্তির বিচার শুরু হবে, যাকে আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের অর্থ-সম্পদ দান করে বিত্তবান বানিয়েছিলেন। তাকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে তার প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এসব নেয়ামতের মোকাবিলায় তুমি আমার জন্য কী করেছ? সে বলবে, যেসব ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ করো তার একটিও আমি হাতছাড়া করিনি। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এজন্য দান করেছ, যাতে করে তোমাকে দানবীর বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানা হবে, অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-১৯০৫)

দুনিয়া ও আখিরাতে আফিয়াতের জিন্দেগী পেতে হলে প্রত্যেককে আত্মিক রোগ হতে বেচে থাকা জরুরি।আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মুমিন-মুসলমান বান্দাদেরকে আত্মিক রোগ থেকে হেফাজত করুন,আমিন।